بسم الله الرحمن الرحيم

# লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৭শে নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, বন্ধুদের জানা আছে যে, সম্প্রতি আমি জাপান গিয়েছিলাম সেখানকার প্রথম মসজিদ উদ্বোধনের জন্য। বাহ্যিক অবস্থার নিরিখে সেখানে মসজিদ নির্মাণ খুবই কঠিন কাজ ছিল। আমাদের জাপানী উকিল আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন, মসজিদের কাজের সফল সমাপ্তির জন্য আপনাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু এখনো চিন্তা করলে আমি আশ্চর্য হই, আর আমার ভাবতেও অবাক লাগে যে, এই এলাকায় মসজিদ নির্মাণের অনুমতি আপনারা কীভাবে পেলেন। তিনি বলেন, আপনাদের জন্য আমি কেইস লড়ছিলাম ঠিকই কিন্তু সফলতার আশা আমার খুব একটা ছিল না। সে কারণে একবার আমি জামাতের ব্যবস্থাপনাকে বলে দেই, এখন মাথা থেকে এই চিন্তা বের করে দেয়াই সমীচীন হবে। কিন্তু জামাতের সদস্যদের আস্থাও অদ্ভুত ধরণের, তারা বলেন, তুমি চেষ্টা অব্যাহত রাখ, এই জায়গা ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই আমাদের হস্তগত হবে আর মসজিদও এখানেই নির্মিত হবে। তিনি বলেন, আজ এই মসজিদ আমার জন্য অবশ্যই একটি আশ্চর্যজনক বিষয় আর একটি নিদর্শনও বটে। যাহোক এটি খোদা তা'লার অপার কৃপা যা প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি জামাতের ওপর বর্ষণ করেন এবং আমাদের ঈমানকে দৃঢ় করেন। প্রতিটি কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন, সেই সময় যখন আসে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে সেই কাজ হয়ে যায়। খোদা তা'লা মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা করেছেন তাই সকল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তিনি আমাদের মসজিদ নির্মাণের তৌফিক দিয়েছেন আর এ দেশে ইসলামের বাণী প্রচারের লক্ষ্যে প্রথম কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কেবল একটি কেন্দ্র বা মসজিদ সারা দেশে ইসলামী শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে না কিন্তু একথাও নিশ্চিত যে এরই সাথে জাপানে ইসলামের সত্যিকার বাণী প্রসারেরও ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। আমি কতক মানুষের অভিব্যক্তি তুলে ধরবো যা থেকে বোঝা যায় যে জাপানীরা জামাতে আহমদীয়ার মাধ্যমে উপস্থাপিত সঠিক ইসলামী শিক্ষাকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। আর এমনটিই হওয়ার ছিল কেননা; মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসের হাতেই এমনটি হওয়া অবধারিত ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ইসলাম বা ইসলামের সত্যিকার বাণী প্রচারের জন্য উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করেছেন আর এই উদ্দেশ্যে চেষ্টা করেছেন অনুরূপভাবে জাপান সম্পর্কেও বলেছেন, জাপানীদের জন্য একটি পুস্তিকা লেখা উচিত আর কোন বাগ্মী জাপানীকে এক হাজার রুপি দিয়ে তা অনুবাদ করিয়ে এর দশ হাজার কপি বা অনুলিপি ছাপিয়ে জাপানে ছড়িয়ে দেয়া উচিত। তিনি (আ.) এও বলেছেন, জাপানের নেক স্বভাবের মানুষ

আহমদীয়াত গ্রহণ করবে। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র, আজ কুরআনের অনুবাদ সহ সহস্র সহস্র সংখ্যায় জামাতের পক্ষ থেকে জাপানীদের জন্য তাদের নিজস্ব ভাষায় জামাতের সাহিত্য বা বই-পুস্তক প্রণীত হচ্ছে। এখন এই মসজিদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইচ্ছার বাস্তবায়নের জন্য এমন এমন দ্বার উন্মোচন করেছেন যে, কোটি কোটি মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে যাচ্ছে। যেমনটি আমি বলেছি, কতক মানুষের অভিব্যক্তি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো, যার মাধ্যমে বোঝা যাবে যে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মতামত বদলে গেছে। পূর্বে এক রকম দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যা এখন সম্পূর্ণরূপে পাল্টে গেছে। তারা বলে এবং সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করে, মসজিদের উদ্বোধন এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে আমরা অবগত হয়েছি আর ইসলাম-সংক্রান্ত আমাদের বিভিন্ন ভুল ধারণা দূরীভূত হয়েছে। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে বলেছিলেন, **"ইসলামকে যদি পরিচিত করতে হয় তাহলে মসজিদ নির্মাণ কর, এতে মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট হবে"**। আজ আমরা সর্বত্র এ কথা বড় মহিমার সাথে পূর্ণতা লাভ করতে দেখি, আর জাপানেও তাই হয়েছে। মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে মানুষের মাঝে কীরূপ পরিবর্তন এসেছে তা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। জুমুআর দিন জাপানী অতিথিবৃন্দ মসজিদে এসেছিলেন। যখন ফলক উন্মোচোন করা হচ্ছিল তখনো কিছু অতিথি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এরপর তারা মসজিদের ভেতরে এসে আসন গ্রহণ করেন আর খুতবাও শুনেন। তারা আমাদের নামায পড়তেও দেখেছেন। প্রায় ৪৯ বা ৫০ এর কাছাকাছি জাপানী অতিথি এ সময় উপস্থিত ছিলেন যাদের মাঝে সিন্তো ইজমের মান্যকারী, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান নেত্রীবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় সাংসদ, প্রফেসর এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ ছিলেন। এই অংশগ্রহণকারীদের মতামত বা অভিব্যক্তি এখন আমি তা তুলে ধরছি:

এক ব্যক্তির নাম হলো, ওসামু সাহেব। তিনি চার্চ অফ জেসাস ক্রাইস্ট এর ডাইরেক্টর অফ পাবলিক এ্যাফেয়ার্স। তিনি বলেন, আমরা আশা করি এই মসজিদ জাপানী এবং ইসলামের মাঝে এক সেতু বন্ধনের ভূমিকা পালন করবে।

আর একজন পাদ্রী বা প্রিস্ট যার নাম হলো, তাইজুন সাতু। তিনি বলেন, বৌদ্ধ হিসেবে মসজিদে এসে খুব ভালো লেগেছে। আমাদের ধারণা ছিল, অ-মুসলমান ও বৌদ্ধ হিসেবে মসজিদে আমাদের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আমাদেরকে শুধু আন্তরিকভাবে স্বাগতই জানানো হয় নি বরং নামায ও খুতবায় অংশগ্রহণ করে আমরা গভীর আনন্দ পেয়েছি আর ইসলাম সম্পর্কে আমাদের মতামত বদলে গেছে।

এছাড়া স্থানীয় সংসদের একজন সাংসদ বলেন, আমরা আমাদের এলাকায় মসজিদ নির্মাণকে সাধুবাদ জানাই। আমরা আশা করি, জামাতে আহমদীয়ার দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে এই মসজিদ মানবপ্রেমী এবং মানব সেবায় বিশ্বাসী মানুষের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হবে।

এরপর রয়েছেন ইশিনোমাকি শহরের সাংসদ, যিনি এক হাজার কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে এই মসজিদ-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য এসেছিলেন। তিনি বলেন, এই

আকর্ষণীয় মসজিদের ওপর দৃষ্টি পড়তেই আমার সফরের পুরো ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন, জাপানের ভূমিকম্পের সময় আহমদীয়া জামাত মানবসেবা করে যেই সুনাম অর্জন করেছে, আমি আশা করি এই মসজিদ সেই সুনামকে উত্তরোত্তর আরো বৃদ্ধি করবে।

আইচি এডুকেশনাল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর যার নাম বেসাকি হিরোকো সাহেব, তিনি বলেন, জাপানে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মসজিদ নির্মাণের একান্ত প্রয়োজন ছিল। পৃথিবীতে ইসলামের চিত্তাকর্ষক চেহারা প্রদর্শনের জন্য আহমদীয়া জামাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আশা করি, এই মসজিদের কল্যাণে জামাত এখানে সমধিক পরিচিত হবে এবং পৃথিবীতে সত্যিকার শান্তি এবং নিরাপত্তার বিস্তার ঘটবে। সেখানে (জাপানে) আমাদের খুব ছোট্ট একটি জামাত রয়েছে অর্থাৎ, জাপানের জামাত খুবই ছোট একটি জামাত। এই অনুষ্ঠানে প্রায় সমসংখ্যক মানুষ বাহির থেকে এসেছিল। খুবই সুন্দর জনসমাগম হয় জুমুআর দিন। প্রায় বারোটি দেশ থেকে মানুষ সেখানে এসেছে। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কোরিয়া, আমেরিকা, কানাডা, জার্মানী, ইংল্যান্ড থেকেও কিছু মানুষ সেখানে গিয়েছিলো। সুইজারল্যান্ড, ভারত, ইউএই এবং কঙ্গো কিনশাসা থেকেও অতিথিরা এসেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামাত তাদের সবার আতিথেয়তার দায়িত্বও পালন করেছে। শনিবার সন্ধ্যায় মসজিদের প্রেক্ষাপটে মসজিদেরই আঙ্গিনায় একটি অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১০৯ জন জাপানী অতিথি এবং আরো ৮জন বিদেশী অ-আহমদী অতিথি অংশগ্রহণ করেন। এসব অতিথির মাঝে এএমএ সিটি ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, প্রাদেশিক সংসদের দু'জন সাংসদ, তিনজন সিটি পার্লামেন্টের সাংসদ, ডাইরেক্টর অফ ইন্টারন্যাশনাল টুরিজম, সোটো মন্দিরের রেজিডেন্ড প্রিস্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, প্রেসিডেন্ট আইচি এডুকেশন ইউনিভার্সিটি, ডাক্তার, শিক্ষক, উকিল এবং জীবনের অন্যান্য শ্রেণী ও পেশার সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। একজন বৌদ্ধ পুরোহিত বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমামের শুভাগমন খুবই শুভ সময়ে হয়েছে, যখন আমরা প্যারিসের সন্ত্রাসী ঘটনার পর উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মাঝে সময় অতিবাহিত করছিলাম। তিনি বলেন, তিনি যত সুন্দর এবং সাবলীল ভাষায় আলোচনা করেছেন আর ইসলামের পরিচয় তুলে ধরেছেন এর ফলে আমাদের এই উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি যা ইসলাম সম্পর্কে আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করছিল তা দূর হয়ে গেছে। জামাতে আহমদীয়ার ইমামের আগমন এবং মসজিদের নির্মাণ আমাদের উৎকণ্ঠা ও দুঃশ্চিন্তাকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করেছে।

একজন উকিল হলেন ইতো হিরোসী সাহেব। তিনি বিভিন্ন সময় আমাদের আইনি সহায়তা দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমার জীবনের সর্বোত্তম দিন এটি। এই উকিলের কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমামের প্রতিটি কথা সত্যভিত্তিক। তিনি শান্তি এবং কোমলতার সাথে নসীহত করার পাশাপাশি ন্যায়বিচার আর সুবিচারের প্রসার এবং প্রচারের কথাও বলেছেন যা খুবই উত্তম এবং এর প্রয়োজন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, আমার পরিবার বৌদ্ধ পুরোহিতের পরিবার আর মন্দিরই আমার

নিবাস। ইসলামে আমার সুগভীর আগ্রহ ছিল কিন্তু কখনো কোন মুসলমানের সাথে কথা বলার সুযোগ হয় নি। বই-পুস্তকে যা পাওয়া সম্ভব ছিল পড়েছি কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং আহমদীয়া জামাতের ইমামের কথা শুনে ইসলামের সত্যিকার চিত্র দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আজ একটি নতুন অধ্যায় আমার সামনে উন্মোচিত হয়েছে।

এক মহিলা ইউকি সাঙ্গিসাকি সাহেবা বলেন, এই ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই শহরে এত সুন্দর মসজিদ নির্মিত হওয়া আমাদের জন্য অনেক আনন্দের কারণ। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী, বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে গবেষণা করছি। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পর আমার বোধোদয় হয়েছে যে ইসলাম সংক্রান্ত আমাদের জ্ঞান খুবই স্বল্প, যে কারণে আমরা ভুল বোঝাবুঝির শিকার। জামাতে আহমদীয়ার ইমামের বক্তৃতা এ যুগের চাহিদা সম্মত। এ বক্তৃতা থেকে ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি। আমরা জাপানী মানুষ, ইসলাম সম্পর্কে খুব বেশি একটা জানি না বরং ইসলাম সম্পর্কে আমরা ভীত-ত্রস্ত; কিন্তু আজকের বক্তৃতার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি, ইসলাম কী? তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে এটিও স্পষ্ট হলো যে, ইসলাম সম্পর্কে শুধু বই-পুস্তক পাঠ করলে বা ইতিহাস পড়েই এর প্রকৃত চেহারা দেখা সম্ভব নয়। এরা অনেক বই পড়ে, কিন্তু সেসব বই পড়ে যা পাশ্চাত্যের ধর্ম যাজকরা লিখেছে। এজন্য এর মতো আরো অনুষ্ঠান আয়োজন করা উচিত। মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর আমি মনে করি এমন সুযোগ আরো আসবে। আজ আহমদীয়া জামাতের ইমাম এবং তাঁর জামাতের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। আমি তাদের চেহারায় পারস্পরিক ভালোবাসা, প্রেম-প্রীতি দেখতে পেয়েছি এবং তাদের সাথে সাক্ষাতের সময় সুগভীর ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা অনুভব করেছি।

আরেকজন জাপানী বন্ধু রয়েছেন যার নাম হলো, তোয়া সাকুরাই। তিনি বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এবং আহমদীয়া জামাতের ইমামের কথা শুনে পৃথিবীর শান্তি সম্পর্কে ভাবার সুযোগ এসেছে। এই সুযোগ দেয়ার জন্য আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞ। আহমদীয়া জামাতের ইমাম কেবল শান্তি সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন, পৃথিবীকে প্রচ্ছন্ন আশঙ্কা সম্পর্কেও অবহিত করেছেন। আহমদীয়া জামাতের খলীফা আমাদের সেসব আশঙ্কাও দূর করেছেন যে, মুসলমানরা গোটা পৃথিবীকে করতলগত করতে চায়। আমি বারবার একথাই বলবো যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের সবাইকে তাদের হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করা উচিত। এখন আমাদের জন্য আবশ্যক হলো, ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এবং ইসলামকে বোঝার চেষ্টা করা।

অনুরূপভাবে একজন স্কুল শিক্ষক জাপানী বন্ধু বলেন, জামাতের সদস্যরা সবসময় কঠিন সময়ে আমাদের সাহায্য করেছে। অনেক বক্তা সেখানে বলেছেন, বিভিন্ন ভূমিকম্প এবং সুনামির সময় আহমদীয়া জামাত সাহায্য করেছে, তিনি তা শুনেছেন এবং বলেন, এসব কথা পূর্বে আমার জানা ছিল না। তিনি বলেন, আমি পার্শ্ববর্তী একটি স্কুলের শিক্ষক আর এখন অর্থাৎ

আজকের পর আমি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের একথা বলতে পারবো যে, এদের পক্ষ থেকে ভয়ের কোন আশঙ্কা নেই, কোন হুমকি নেই কেননা আহমদীয়া জামাতের ইমাম এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত লোকদের সাথে সাক্ষাতের চমৎকার সুযোগ হয়েছে। তিনি বলেন, আহমদীয়া জামাতের খলীফা খুব সহজ ও সাবলীল ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে বক্তৃতা করেছেন। তাঁর কথা খুব সহজেই বোধগম্য ছিল।

এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী আরেক বন্ধু বলেন, এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং আহমদীয়া জামাতের ইমামের বক্তৃতা শোনার পর আমি বুঝতে পেরেছি, আমাদের ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত হওয়ার অসাধারণ প্রয়োজন রয়েছে। জাপান একটি দ্বীপ, এখানকার মানুষ বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন এবং অনবহিতও। এ কারণেই ইসলাম সম্পর্কে সন্ত্রাসের যে ধারণা আছে সেই বলয়ের বাইরে আসার তারা চেষ্টা করে না। আমি আশা করি, আহমদীয়া জামাতের ইমামের আগমন এবং এই মসজিদ নির্মাণ এই ধারণা পরিবর্তনে একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

আরেকজন জাপানী বন্ধুর নাম হলো, ওনোকেন সাহেব। তিনি বলেন, আমি মসজিদের পাশেই বসবাস করি। মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং ইসলাম সম্পর্কে অবগত হয়ে আমি যারপরনাই আনন্দিত। আগামীতেও আমি ইসলাম সম্পর্কে সমধিক জ্ঞান অর্জনের জন্য এ মসজিদে আসতে চাই।

আরেকজন জাপানী বন্ধু বলেন, আমি এমন অনুষ্ঠানে পূর্বে কখনো অংশগ্রহণ করিনি। আজকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং আহমদীয়া জামাতের খলীফার বক্তৃতা শুনে এই প্রথমবার জানতে পেরেছি, মসজিদের উদ্দেশ্যাবলী কী-কী। একজন জাপানী অর্থোপেডিক সার্জন রয়েছেন যার সাথে আমারও সাক্ষাত হয়েছে। তিনি বলেন, জাপানের সাথে আহমদীদের সুগভীর সম্পর্ক আছে। গত তিন বছর থেকে মানব সেবামূলক কাজের জন্য হিউম্যানিটি ফার্স্টের অধীনে তিনি কাজ করছেন। যদিও তিনি আহমদী নন তবুও স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করেন। তিনি বলেন, আহমদীয়া জামাতের ইমাম যে ইসলাম উপস্থাপন করেছেন তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন সিন্তোর অনুসারী, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ বা অন্য কোন ধর্মের অনুসারীর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ থাকা উচিত নয়।

আরেকজন জাপানী বন্ধু রয়েছেন যার নাম মিতসুয়ো ইশিকাওয়া সাহেব। তিনি বলেন, ইসলামের অর্থ হলো, শান্তি এবং পারস্পরিক নিরাপত্তা। আহমদীয়া জামাতের ইমামের এই কথা আমার হৃদয়ের গভীরে আসন গেঁড়েছে।

একজন ছাত্র যিনি এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের অধীনে ব্রাজিল থেকে জাপানে এসেছেন, তিনি বলেন, এটি খুবই আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল। ব্রাজিলে আমি কখনো মুসলমানদের এমন কোন অনুষ্ঠান দেখি নি। আজ খলীফাতুল মসীহ্‌র কথা শুনে আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি। আহমদীয়া জামাতের ইমামের বক্তৃতা শুনে আমি একান্ত আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি। তাঁর কথা যে হৃদয়কে পরিবর্তনকারী এতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি বলেন, আহমদীয়া জামাতের

ইমাম বলেন, সন্ত্রাসীরা ঘৃণ্য কাজ করে কিন্তু ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা অতীব মহান। এটি থেকে বোঝা যায়, প্রচার মাধ্যম ইসলাম সম্পর্কে যা বলে তা বাস্তব চিত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

একজন জাপানী মহিলা মিসেস সুজুকী সাহেবা বলেন, আমার ধারণা হলো, আজকের এই দিন আমার জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী দিন ছিল। আহমদীয়া জামাতের ইমাম ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছেন। আমার বক্তৃতা সম্পর্কে বলেন, তিনি অর্থাৎ খলীফা বলেছেন, এটি তরবারীর জিহাদের যুগ নয় বরং প্রেম এবং ভালোবাসার ভিত্তিতে জিহাদ করার যুগ। তিনি আরো বলেন, আমার ওপর আহমদীয়া জামাতের খলীফার কথার সুগভীর প্রভাব পড়েছে। বরং আমি বলবো, সবার এখানে এসে এই মসজিদ দেখা উচিত। আর আহমদীদের কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে শেখা উচিত।

একজন জাপানী ভদ্রমহিলা হাইয়াশী সাহেবা বলেন, পূর্বেও আহমদীয়া জামাতের পক্ষ থেকে জাপানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। আমি সেই অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলাম কিন্তু তখনকার সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পরও আমার মাথায় কিছু প্রশ্ন অবশিষ্ট থেকে যায়। কিন্তু আজ জামাতের খলীফা তাঁর বক্তব্যে আমার এসব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। এখন আমার হৃদয়ে ইসলাম সম্পর্কে কোন প্রকার আশঙ্কা বা ভীতি অবশিষ্ট নেই। আজ আমি এটিও বুঝেছি, ইসলাম পৃথিবীর জন্য আশঙ্কা নয় বরং তা আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে।

আরেকজন জাপানী ভদ্রমহিলা যিনি একজন স্কুল শিক্ষিকা। তিনি বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফার বক্তৃতা শোনার পূর্বে অফিসে তাঁর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। তিনি তার অনেক ছাত্রী-ছাত্র নিয়ে সেখানে এসেছিলেন। এদের মধ্যে ১৫/১৬ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং ৪/৫ জন শিক্ষক ছিলেন। তিনি বলেন, খলীফাতুল মসীহ্ সাক্ষাতে এবং পরে তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে আমার সব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম। আমি এখানে আমার কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে এসেছি। তারা পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে ভীত-ত্রস্ত ছিল কিন্তু আহমদীয়া জামাতের ইমামের বক্তৃতা শুনে এবং তাঁর সাথে কথা বলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে। বরং এই বক্তৃতা শুনে তারা যারপরনাই আশ্চর্য হয় আর মসজিদে তারা নিজেদের নিরাপদ জ্ঞান করে, অথচ পূর্বে তাদের আশঙ্কা ছিল। তিনি বলেন, আমি চাই জাপানী এবং আহমদীদের মাঝে এই সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হোক। তার সাথে এক জাপানী ছাত্রও এসেছিলো। সে বলে, এই বক্তৃতা একটি শান্তির বার্তা ছিল। আমি মনে করি, এই মসজিদের মাধ্যমে মুসলমান এবং অন্যান্য লোকদের মাঝে যে দূরত্ব রয়েছে তা ঘুচে যাবে এবং জাপানে ইসলামের প্রসার লাভ করা আরম্ভ হবে।

আল্লাহ্‌র তা'লার কৃপায় প্রচার মাধ্যমের সুবাদে মসজিদের উদ্বোধন সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হয় এবং ব্যাপক পরিসরে ইসলামের বাণী জাপানীদের কাছে পৌঁছে। প্রচার মাধ্যম আমার চারটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে। এগুলোর মাঝে তিনটি মসজিদে আরেকটি টোকিওতে হয়েছে।

মধ্য জাপানের প্রসিদ্ধ একটি টিভি চ্যানেল হলো, চোকিয়ো টিভি যার দর্শক সংখ্যা এক কোটির অধিক। এই সাক্ষাৎকার, মসজিদ উদ্বোধন এবং নামাযে জুমুআর ধারণকৃত দৃশ্যাবলী সহ জুমুআর দিন ২০শে নভেম্বর তারা খবর পরিবেশন করেছে।

এরপর সানা নিউজ এজেন্সি সাংবাদিক সাক্ষাৎকার নিয়েছে। এরা বিদেশী প্রচার মাধ্যমকেও সংবাদ সরবরাহ করে থাকে। তারাও বলেছে যে পরেও এটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হবে।

অনুরূপভাবে একটি পত্রিকার নাম চুকাইনিপ্পো। তাদের প্রতিনিধিও সাক্ষাৎকার নিয়েছে। একজন খ্রিষ্টান পাদ্রীর সাথে সম্মিলিতভাবে এই সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। এটি জাপানের একমাত্র ধর্মীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা। ইন্টারনেট সংস্করণসহ এই পত্রিকার পাঠক সংখ্যা তিন লক্ষাধিক। এই সাক্ষাৎকার এই সপ্তাহে ছাপার কথা ছিল, হয়তো হয়েও থাকবে। অনুরূপভাবে টোকিওতে একজন সাংবাদিক একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। তিনিও বলেছেন, আমি এই সপ্তাহে তা ছাপবো। এই পত্রিকার প্রচার সংখ্যা বা পাঠক সংখ্যাও আশি লক্ষাধিক।

এই মসজিদ উদ্বোধনের সময় পাঁচটি টেলিভিশন চ্যানেল এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রতিনিধি ও সাংবাদিকরা এসেছিলেন।

চোকিয়ো টিভি যার কথা এখনই আমি বললাম, তারা যে শিরোনাম ছেপেছে তাহলো, আজ জাপানের সবচেয়ে বড় মসজিদের উদ্বোধন হয়েছে। আর জুমুআর দিন ৬/৭ মিনিট পর্যন্ত এ সংক্রান্ত সংবাদ তারা প্রচার করেছে। তাদের দর্শক সংখ্যা এক কোটি বিশ লক্ষাধিক। তারা সংবাদে একথাও বলে যে, লন্ডন থেকে আগত আহমদীয়া জামাতের ইমাম বলেন সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর ইসলামের সাথে কোন সম্পর্ক নেই । অধিকন্তু তাদের কর্ম-কান্ডকে অ-ইসলামী আখ্যা দিয়ে বলেন, মসজিদ মুসলমানদের ইবাদতের স্থান হলেও সেটি সবার জন্য শান্তির নীড়। আহমদীয়া জামাতের ইমাম প্যারিসে সন্ত্রাসী-হামলার তীব্র নিন্দা জানান। এছাড়া এই চ্যানেল আমার সাক্ষাৎকারও নিয়েছিল এবং এই সাক্ষাৎকারের কিছু নির্বাচিত অংশও তারা প্রচার করেছে।

আরেকটি টেলিভিশন চ্যানেলের নাম হলো, তোকাই টিভি। এর পাঠক সংখ্যা এক কোটি বরং সোয়া কোটির অধিক। এই চ্যানেল একদিনে পাঁচবার এই সংবাদ প্রচার করেছে যে, শুশিমা শহরে জাপানের সবচেয়ে বড় মসজিদের উদ্বোধন হয়েছে। প্যারিসের সন্ত্রাসী হামলার পর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমাম তাদের কেন্দ্র ইংল্যান্ড থেকে এখানে অনুষ্ঠানের জন্য আসেন। উদ্বোধনের সময় আমি যে খুতবা দিচ্ছিলাম তাও তারা দেখিয়েছে এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ধারণকৃত বিভিন্ন দৃশ্যও প্রচার করেছে।

অনুরূপভাবে আরেকটি টিভি চ্যানেল হলো, টিবিএস। এটিও সেখানে খুবই প্রসিদ্ধ। এর দর্শক-শ্রোতার সংখ্যাও এক কোটির ঊর্ধ্বে। এটি যে সংবাদ প্রচার করে তাহলো, প্যারিসে সন্ত্রাসী হামলার মাত্র এক সপ্তাহ হয়েছে আর আজ জাপানের সবচেয়ে বড় মসজিদ উদ্বোধন করা হয়েছে। এই মসজিদ একটি জামাত নির্মাণ করেছে আর তাদের খলীফা প্যারিসে ঘটে

যাওয়া হামলাকে অ-ইসলামিক এবং অমানবিক আখ্যা দিয়েছেন। সংবাদে মসজিদের ধারণকৃত দৃশ্য এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবিও দেখানো হয়েছে। এই সংবাদও দিনে তিনবার প্রচারিত হয়েছে।

টিভি আইচি'র দর্শক সংখ্যাও এক কোটির ঊর্ধ্বে। এটি এই সংবাদ প্রচার করেছে যে, প্যারিসের হামলার পর যখন ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা আবার বদ্ধমূল হতে আরম্ভ করে, তখনই শুশিমাতে একটি মসজিদ উদ্বোধন করা হয়। এই মসজিদ আহমদীয়া জামাত নির্মাণ করেছে। এটি জাপানের সবচেয়ে বড় মসজিদ। আর আহমদীয়া জামাতের ইমাম প্যারিসের হামলাকে অ-ইসলামিক আখ্যা দিয়ে বলেন, এই মসজিদ এমন সব আক্রমনকারীকে ধিক্কার জানায়, এই মসজিদ শান্তি এবং নিরাপত্তার কারণ হবে। যার ইচ্ছা মসজিদে আসতে পারে। এই সংবাদ চলাকালে মসজিদের বিভিন্ন ধারণকৃত দৃশ্য, অন্যান্য বন্ধুর অভিব্যক্তি এবং খুতবা জুমুআর দৃশ্যও দেখানো হয়েছে। দুপুর এবং সন্ধ্যার সংবাদেও এই খবর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এরপর রয়েছে নাগোয়া টিভি যাদের দর্শক সংখ্যাও কোটির ঊর্ধ্বে বরং সোয়া কোটির ঊর্ধ্বে হবে। তাদের প্রচারিত সংবাদ হলো, শুশিমায় জাপানের সবচেয়ে বড় মসজিদ উদ্বোধন হয়েছে। সেখানে উপস্থিত লোকদের কথা হলো, যেখানে তারা এ কারণে আনন্দিত যে, এখানে মসজিদ নির্মিত হয়েছে সেখানে প্যারিসে অনর্থক রক্ত ঝরানো বেদনায় তারা দুঃখভারাক্রান্তও । এ অনুষ্ঠানে পৃথিবীর শান্তির জন্য দোয়া করা হয়েছে। এই খবর প্রচারকালে মসজিদের ধারণকৃত দৃশ্যও দেখানো হয়েছে। এই টিভি চ্যানেলে এই মসজিদ দু'বার দেখানো হয়েছে।

পত্র পত্রিকার মাধ্যমেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ব্যাপকভাবে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। একটি পত্রিকার নাম হলো, দৈনিক ইয়োমারি। এর প্রচার সংখ্যা হলো, এক কোটি বারো লক্ষ। পৃথিবীতে যেসব পত্রিকা সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় এটি সেগুলোর অন্যতম। এই পত্রিকা যেভাবে শিরোনাম দিয়েছে তাহলো, **"ইসলামের প্রকৃত চেহারা নবনির্মিত মসজিদে"**। আবার লিখেছে, সেখানে প্যারিসের ঘটনায় নিহত লোকদের জন্য দোয়া করা হয়েছে। আরো লিখেছে, জাপানে দুই শতাধিক সদস্য-বিশিষ্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত ২০শে নভেম্বর জুমুআর দিন জাপানের শুশিমা শহরে নিজেদের নব নির্মিত মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জুমুআর নামাযে প্যারিসে নিহতদের জন্য দোয়া করেছে। এ সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মানুষ উপস্থিত ছিল যাদের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক হবে। জুমুআর খুতবায় আহমদীয়া জামাতের বিশ্ব-ইমাম প্যারিসের ঘটনাকে মানবতার বিরুদ্ধে এক ঘৃণ্য অপরাধ আখ্যায়িত করে কট্টর-পন্থী সংগঠনগুলোকে চরম ধিক্কার জানান। জামাতের সদস্যদের নসীহত করতে গিয়ে তিনি এই বিষয়ের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, জাপানী মানুষের কাছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরার দায়িত্ব যেন তারা পালন করে। এই সংবাদ ইন্টারনেটেও অন্য পাঁচটি ওয়েব সাইট দিয়েছে। ইয়াহু জাপান, বিগ গ্লোব জাপান, এমএসএন জাপান এবং গো নিউজ, এর অন্তর্ভুক্ত। এসব ওয়েব সাইটের দর্শক সংখ্যা দেড় কোটির অধিক।

একটি পত্রিকার নাম হলো, দৈনিক আসাহী। এর প্রচার সংখ্যা আশি লক্ষাধিক। তারা এই সংবাদ ছেপেছে যে, আমাদের বিশ্বাস হলো, পারস্পরিক সমঝোতা ও সম্প্রীতি। এটি আরো লিখেছে, আহমদীয়া জামাত জাপানের মসজিদ তথা তালীম ও তরবীয়ত কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুশিমা শহরে সমাপ্ত হয়েছে। এই মসজিদ চারটি মিনার এবং একটি গম্বুজে সজ্জিত। এটি জাপানের সবচেয়ে বড় মসজিদ। এতে পাঁচশত মুসল্লী একসাথে নামায পড়তে পারে। দ্বিতীয় তলায় বিভিন্ন অফিস এবং অতিথিশালা রয়েছে। এই মসজিদ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য দরজা খোলা রাখবে। এটি আরো লিখেছে, এটি সেই ধর্মীয় জামাত যাদের মৌলিক শিক্ষা, পূর্ণ শান্তি এবং নিরাপত্তা-ভিত্তিক। তারা আরো লিখেছে, এই জামাত স্বেচ্ছা সেবামূলক কাজে অগ্রগামী। কুবে, নিগাতা এবং উত্তর-পূর্ব জাপানের ভূমিকম্পের সময়, এছাড়া এ বছর যে বন্যা হয়েছে সেই বন্যার সময়ও এই জামাত সর্বপ্রথম নিজেদের সার্ভিস বা সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সংবাদ বিভিন্ন ওয়েবসাইট নিয়েছে যার দর্শক সংখ্যা পঁচাত্তর লক্ষাধিক হবে।

অনুরূপভাবে জিজি প্রেস নিউজ এজেন্সি রয়েছে যারা জাপানে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং টেলিভিশন চ্যানেল ও সাময়ীকিকে সংবাদ সরবরাহ করে থাকে। এর মোট সংখ্যা হলো ৭৫। প্রায় পয়ষট্টি লক্ষ মানুষ পর্যন্ত এগুলোর মাধ্যমে সংবাদ পৌঁছে। এটি যে শিরোনাম ছেপেছে তাহলো, **"জাপানের সবচেয়ে বড় মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। স্থানীয় আহমদীদের দোয়া হলো, তারা শান্তি চায়"**। এরা আরো লিখে, ক্রমোন্নয়নশীল ইসলামিক সংগঠন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কেন্দ্র ও মসজিদ উদ্বোধনের কাজ শুশিমা শহরে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। জামাতের ভ্যাষ্য অনুসারে এই মসজিদে পাঁচশত মুসল্লী নামায আদায় করতে পারে। এদিক থেকে এটি জাপানের সবচেয়ে বড় মসজিদ। ইংল্যান্ড থেকে আগত নিখিলবিশ্ব জামাতে আহমদীয়ার ইমাম প্যারিসে ঘটে যাওয়া দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে বলেন, **"এটি চরম অন্যায় এবং অমানবিক একটি কাজ যা খোদার অসন্তুষ্টির কারণ"**। তিনি আরো বলেন, **"ইসলামের উন্নতির জন্য তরবারী নয় বরং আমাদের অভ্যন্তরীণ পাপ-পঙ্কিলতা দূরীভূত করা প্রয়োজন"**। জামাতে আহমদীয়ার ইমাম কঠোরভাবে ধর্মীয় উগ্রতার সমালোচনা করেন। এটি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে আর তাদের পাঠক সংখ্যাও লক্ষ লক্ষ।

অনুরূপভাবে মাইনিচি শিনবান নামে একটি পত্রিকা আছে, তারা লিখে, জাপানের সবচেয়ে বড় মসজিদের উদ্বোধন হয়েছে। মুসলমানদের একটি সংগঠন বিশ্ব জামাতে আহমদীয়ার নেতা মির্যা মসরূর আহমদ ২০শে নভেম্বর এখানে আইচি প্রদেশের শুশিমা শহরে জাপানের সবচেয়ে বড় মসজিদ উদ্বোধন করেন। এটি আরো লিখে, তিনি সন্ত্রাস এবং ধর্মীয় উগ্রতার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি আরো বলেন, **শক্তিবলে বা বাহুবলে ইসলাম প্রচারের দৃষ্টিভঙ্গী একটি ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী**। তিনি বলেন, **মানুষের প্রাণহানী এবং তাদেরকে যে কষ্ট দেয়া হচ্ছে তা-ই খোদা তা'লার অসন্তুষ্টির কারণ**।

যাহোক এসব টিভি চ্যানেল এবং পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইট-এর মাধ্যমে এই মসজিদ উদ্বোধনের সময় যে সংবাদ ছেপেছে তার মাধ্যমে মোটের ওপর ৫ কোটি ২০

লক্ষ মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছেছে। অতএব এহলো খোদা তা'লার সাহায্য এবং সমর্থনের দৃশ্য এবং দৃষ্টান্ত যা মসজিদের মাধ্যমে ইসলামের সত্যিকার বাণী প্রচারের কল্যাণে আমাদের সামনে এসেছে। অপর দিকে মোল্লারাও নিজেদের রাগ এবং ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ করছে।

এ সম্পর্কেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, তাদের তো রাগ এবং ক্রোধ প্রকাশ করারই কথা। বিশেষ করে জাপানের প্রেক্ষাপটেও তিনি এ কথা বলেছেন। তাই মোল্লাদের রাগ এবং ক্রোধ প্রকাশ পাওয়ারই কথা ছিল। যেমন একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার এতটা বিশ্বাস আছে, **"যদি ইসলাম সম্পর্কে আমার পক্ষ থেকে কোন পুস্তিকা জাপানে প্রচারিত হয় তাহলে এরা অর্থাৎ মোল্লারা আমার বিরোধিতার জন্য জাপানেও পৌঁছে যাবে। কিন্তু তাই হয় যা আল্লাহ্ তা'লা চান"।**

২০১৩ সনে যখন আমি জাপান সফর করি, তখনও পাকিস্তানের এক মৌলভী জাপান পৌঁছে এবং বলে, আমার পিতার মিশন বা উদ্দেশ্য ছিল আহমদীরা যেখানেই যাক, এমনকি সাগরপারে গিয়েও যদি কাদিয়ানীরা তবলীগ করে আমরা গিয়ে তাদের তবলীগকে বাধাগ্রস্ত করবো। ২০১৩ সনে এ মৌলভী জাপানে গিয়ে বলেছিল বা বক্তৃতা করেছিল যে, এরা অর্থাৎ আহমদীরা নিজেদের বিশ্বাস এবং প্রচারে এতটা আন্তরিক যে, তারা এর জন্য নিজেদের প্রাণ-সম্পদ, সময় সবকিছু উৎসর্গ করে। আবার আমার সম্পর্কে বলে, তার (৭ অক্টোবরের) সফর এবং জামাতি কার্যক্রমের জন্য আমি প্রত্যেক বছর জাপানে আসবো আর আমার পিতার খতমে নবুওয়তের মিশনকে পরিপূর্ণতা দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করবো। এ হলো এদের অপচেষ্টা। আল্লাহ্ তা'লা তাদের দুষ্কৃতি তাদের মুখেই ছুড়ে মারুন। আজকাল ওয়েবসাইটে যে খবর প্রচারিত হচ্ছে তা এ বছরের জং পত্রিকার নয় বরং ২০১৩ সনের সফরের পর বলেছিল। সে বলে, আমরা জাপান সরকারের কাছে দাবি উত্থাপন করবো, আহমদীয়া জামাত যেহেতু মুসলমান সংগঠন নয় তাই এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা উচিত। এ হলো তাদের কাণ্ডজ্ঞান!

এই ছিল নাগোয়াতে মসজিদ উদ্বোধনের বৃত্তান্ত। টোকিওতেও একটি অনুষ্ঠান হয়েছে। সেখানে একটি অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়েছিল। এতে ৬৩জন জাপানী অতিথি অংশগ্রহণ করেন। এতে বৌদ্ধ ধর্মের একজন প্রধান পুরোহিত ছিলেন। তিনি নীহোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরও বটে। প্রসিদ্ধ কবি, বিজনেস এ্যাডভাইজার, মিস্টার মার্টিনও ছিলেন। জাপানের দ্বিতীয় বড় পত্রিকা আসাই-এর প্রধান রিপোর্টারও ছিলেন। প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদের এক কন্যা যিনি নিজেও রাজনীতিবিদ, গাড়ী প্রস্তুতকারী একটি কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট এবং জীবনের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ এতে অংশগ্রহণ করে।

নীহোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর, মি. ওড়ানো তাতসুনো সাহেব বলেন, আমি ভাবছিলাম, ইনি আমাদের আর কিই-বা বলবেন, কিন্তু ২০ মিনিটের মধ্যে তিনি অতীত ইতিহাস এবং ভবিষ্যতে ঘটিতব্য ঘটনাবলী অতি উত্তমরূপে তুলে ধরেছেন। তিনি সত্য এবং উদ্ধৃতিমূলে কথা বলেছেন, যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন আর ভবিষ্যৎ যুদ্ধ সম্পর্কে সাবধান থাকার বিষয়েও সতর্ক করেছেন। অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি ইসলামী শিক্ষাও উপস্থাপন করেছেন। তিনি আমার এ বক্তৃতা সম্পর্কে বলেন, এ বক্তৃতা যাতে সবকিছু বর্ণিত হয়েছে, ইংরেজী এবং জাপানী ভাষায় পুরো জাপানে প্রচার করা উচিত।

এরপর আসাহী পত্রিকার প্রধান রিপোর্টার বলেন, যদি জামাতে আহমদীয়া জাপান, স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে আমাদের সামনে না আসতো, তাহলে আমরা ইসলামের এই আকর্ষণীয় চেহারা দেখা হতে বঞ্চিত থেকে যেতাম।

এরপর এক বন্ধু ইয়োকু সাহেব বলেন, আহমদীয়া জামাতের খলীফার বক্তৃতা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। আমাদেরকে সেসব কথা জানিয়েছে যা সম্পর্কে আমরা কখনো ভাবিও নি। আমরা এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সেই সব আশঙ্কার কথা ভাবতেও পারতাম না যার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। যুদ্ধ কীরূপ ধ্বংসযজ্ঞ বয়ে আনে আর পারমানবিক আক্রমণ কত বিভীষিকাময় হয়ে থাকে তা আমরা আজ জানতে পেরেছি।

একজন বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিরোশিমায় পারমানবিক বোমাহাম্লার পর জামাতের ইমামের পক্ষ নিন্দা জ্ঞাপনমূলক বক্তব্য একটি অসাধারণ বিষয়। এর মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া জামাতের প্রচেষ্টার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এই বক্তৃতা দিয়েছিলেন। যার কিছু অংশ আমি সেখানে উদ্ধৃত করেছিলাম। খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেছিলেন, কোন সরকার আমাদের এই ঘোষণা পছন্দ করুক বা না করুক, পৃথিবীর সামনে এই ঘোষণা করা আমাদের ধর্মীয় এবং নৈতিক দায়িত্ব যে, জাপানে যেভাবে পারমানবিক বোমা হাম্লা করা হয়েছে আমরা এ ধরণের রক্তপাতকে বৈধ মনে করি না । এটি সেই সময় খলীফা সানী (রা.)-এর ঘোষণা ছিল ।

আরেকটি বৌদ্ধ ফির্কার প্রধান পুরোহিত বলেন, আমি একজন বৌদ্ধ কিন্তু আহমদীয়া জামাতের ইমামের কথা শুনে আমাদের চোখে অশ্রু নেমে এসেছে। তিনি সাক্ষাতের পর নামাযও পড়েন আর সেখানে হলে বসেছিলেন। এই পুরো সময় তিনি অশ্রুসিক্ত ছিলেন। ২০১৩ সনেও তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তখন এক বন্ধু তাঁকে বলেছিলেন, আপনি দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন আপনার কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমি তো খোদাতেই বিশ্বাস করি না, দোয়া কি করবো? কিন্তু আজ একই বৌদ্ধ পুরোহিত দ্বিতীয় সাক্ষাতের পর সেখানে আমাদের সাথে রীতিমত নামাযও পড়েন আর অশ্রুসিক্ত নয়নে সেখানে বসেও থাকেন।

এক জাপানী বন্ধু বলেন, আজকে আমি এটি শিখলাম, যারা ইসলামকে আইএসের সাথে সম্পৃক্ত করে তারা চরম ভ্রান্তিতে নিপতিত। আজ জামাতের খলীফা আমাদেরকে শান্তির বার্তা দিয়েছেন। আজকের যুগে পৃথিবী শান্তির বিরুদ্ধে কাজ করছে আর আমি জামাতে আহমদীয়ার ইমামের কথার সাথে একমত যে আমাদের মাঝে পরিবর্তন আনয়নের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা যে আজ বোমা বর্ষণ ও বিমান হামলার কথা বলছি এগুলো সব ভিত্তিহীন এবং নিরীহ মানুষদের হত্যার কারণ হচ্ছে।

আরেকজন জাপানী মহিলা হারা সাহেবা বলেন, ইসলাম সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল, ইসলাম অত্যন্ত ভয়ানক একটি ধর্ম, কিন্তু আজ জামাতে আহমদীয়ার ইমামের বক্তৃতা শুনে আমি বুঝতে পেরেছি, ইসলাম সবচেয়ে বেশি শান্তিপ্রিয় ধর্ম আর এটি আমার জন্য সত্যিই আশ্চর্যজনক একটি বিষয়। জামাতের খলীফা যখন জাপানে পারমানবিক হামলার সত্তর বছর পূর্তির কথা বললেন, তা থেকে বুঝা যাচ্ছিল, তিনি বৈশ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত আর মানুষের জন্য খলীফার সহানুভূতি এবং ভালোবাসা সত্যিই প্রশংসনীয়

আরেকজন জাপানী বন্ধু বলেন, আজকের অনুষ্ঠান থেকে এটিই প্রমাণ হয়ে গেল, ইসলাম আহমদীয়াত অসাধারণ শান্তিপ্রিয় এক ধর্ম। অধিকাংশ জাপানী মানুষ মনে করে,

ইসলাম একটি ঘৃণ্য ধর্ম কিন্তু আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনাদের খলীফা শান্তির এক মূর্ত প্রতীক। খলীফা বলেন, **"আজ থেকে সত্তর বছর পূর্বে যে ভুল-ভ্রান্তি হয়েছিল সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করা উচিত নয়"**। তিনি যাই বলেছেন সত্য বলেছেন এবং বাস্তব কথা বলেছেন।

আরেকজন জাপানী বন্ধু নিজের আবেগ-অনুভূতি এভাবে প্রকাশ করেছেন, আজ জামাতের খলীফার বক্তৃতা শুনে আমি বুঝতে পেরেছি, আইসিস এবং প্রকৃত মুসলমানদের মাঝে কতটা পার্থক্য বিদ্যমান। আমার হৃদয়ে যে আশঙ্কা এবং দুঃশ্চিন্তা ছিল সব দূর হয়ে গেছে, তিনি যা বলেছেন, ষোলআনা সত্য কথা বলেছেন, আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। খলীফা আমাদের দায়িত্বের প্রতিও আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, এই যুদ্ধকে প্রতিহত করার জন্য আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত।

আরেকজন মহিলা বলেন, অনেকেই ইসলামকে অন্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত করে কিন্তু আজ আমি জানতে পেরেছি, ইসলাম এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বলেন, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা শান্তির প্রবক্তা। তিনি বলেন, আমার বয়স খুব বেশি নয়, সে কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে খুব একটা জানি না, কিন্তু জামাতে আহমদীয়ার ইমাম আমাদের জাতির প্রতি যে সহানুভূতি ও ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন এজন্য তাঁকে আমি সাধুবাদ জানাই।

আরেকজন জাপানী বন্ধু বলেন, আজ জামাতের খলীফার বক্তৃতাতে আমাদের সবার জন্য একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাণী ছিল আর তাহলো, এ যুগে যেসব অস্ত্র-শস্ত্র এবং বোমা রয়েছে, তা অতীতের যুগের চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক। খলীফা বলেন, এই সময় পরস্পরকে উত্তেজিত করা নয় বরং পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের সময়। এটি ঐক্য সৃষ্টির সময়। খলীফা বিশেষ করে আমাদের অর্থাৎ জাপানীদের দৃষ্টি আমাদের দায়িত্বের প্রতি আকর্ষণ করেছেন, কেননা আমরা জানি, যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ কাকে বলে। খলীফা বলেন, জাপানীদের উচিত নিজেদের ইতিহাস সামনে রেখে সর্বপ্রকার নৈরাজ্যের অবসানের জন্য সোচ্চার হওয়া।

অনুরূপভাবে আরেক বন্ধু তার আবেগ অনুভূতি এবং ভাবাবেগ এইভাবে প্রকাশ করেছেন যে তিনি (খলীফা) জাপানীদের শান্তির শিক্ষা এবং ইসলামের সত্যতার প্রতি আহ্বান করার জন্য এসেছেন। সচরাচর মুসলমানদের সাথে সাক্ষাতের আমাদের ততটা সুযোগ হয় না কিন্তু আমি এই কারণে গর্ববোধ করছি যে, আজ মুসলমানদের এক নেতার সাথে আমি সাক্ষাৎ করেছি। তিনি বলেন, আমরা জানি না, যুদ্ধ কখন হবে। আমি মনে করতাম, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী কিন্তু এখন আমার মনে হয় এই যুদ্ধ আমরা প্রতিহত করতে পারি কিন্তু এর জন্য আমাদেরকে খলীফার কথা মেনে চলতে হবে। তিনি আরো বলেন, এটি বলতে আদৌ কোন দ্বিধা নেই যে, ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা খলীফা যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তা আমাদের দেশের জন্য কল্যাণকর।

একজন সাংবাদিক বলেন, এই বাণী সত্যিকার অর্থে একটি শান্তির বাণী। তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং ধ্বংস এড়ানোর জন্য জাপানকে নিজ ভূমিকা পালনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি একশতভাগ খাঁটি কথা বলছেন। এটিই সময়ের চাহিদা। আমি তাঁর এ কথাকে খুবই গুরুত্ব দেই কেননা; তিনি আমাদের ব্যাথা-বেদনা বুঝেন যা পারমানবিক হামলার পর আমাদেরকে সইতে হয়েছে। এভাবে অনেকেই এমন আছেন যারা নিজেদের আবেগ, অনুভূতি এবং ভাবাবেগ প্রকাশ করেছেন।

একজন জাপানী মুসলমান বন্ধুর নাম হলো, ইসমাঈল হিরানো সাহেব। তিনি বলেন, আমি মুসলমান কিন্তু কোন মুসলমান আলেমের মুখে এমন কথা কখনো শুনি নি। ইতিহাস হোক বা যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞই হোক না কেন তিনি সব কিছু বর্ণনা করেছেন। আমি কুরআন পড়ি কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি সেসব কথা জানি না যা তিনি অর্থাৎ খলীফা বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন, আমি যারপরনাই আনন্দিত, খলীফা পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতিমূলে কথা বলেছেন। এই উদ্ধৃতিগুলো কেবল কথার কথা ছিল না। কেউ বলতে পারবে না যে, খলীফা ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করছেন না বরং আহমদীয়া জামাতের খলীফা যা-ই বলেছেন কুরআনের আয়াতের বরাতে বলেছেন, এটিই প্রকৃত ইসলাম। তিনি বলেন, আমি আমার জীবনে পূর্বে কখনও ইসলামের এত আকর্ষণীয় খুঁটিনাটি সম্পর্কে অবগত হতে পারি নি। তিনি বলেন, ইতিপূর্বে কখনও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে ভাবি নি। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পেরেছি, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সত্যিই বিশ্বের জন্য অনেক বড় এক হুমকি। মুসলমান হিসেবে আমি খলীফাতুল মসীহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ।

একটি গাড়ি নির্মাতা বড় কম্পানীর প্রেসিডেন্টও উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেন, তাঁর সব কথা সারা বিশ্বের জন্য এক পথনির্দেশনা।

আরেক বন্ধু যিনি একজন বিজনেস এ্যাডভাইজার এবং কবিও। তিনি শান্তি এবং ভালোবাসা সম্পর্কে একটি বই লিখেছেন এবং আমার সাথেও সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন, আমি এই বইয়ে যা কিছু লিখেছি আপনি তাতে আজ সীল মোহর মেরে দিয়েছেন বা মোহরাঙ্কিত করেছেন।

একদিকে যারা আমাদের প্রচার বা তবলীগ শুনে তারা বলে, ইসলাম সত্যিকার অর্থে শান্তির ধর্ম অপর দিকে আমাদের পাশ্চাত্যের কতিপয় রাজনীতিবিদ এই কথা বলছেন যে, ইসলামী শিক্ষায় অবশ্যই ধর্মীয় উগ্রতার কোন না কোন দিক প্রচ্ছন্ন থাকবেই যে কারণে মুসলমানরা আজ এত উগ্র। তারা একথা চিন্তা করে না যে, শতকরা কতভাগ মুসলমান এমন আছে যারা এসব উগ্রপন্থীদের সঙ্গ দিচ্ছে বা তাদের সমর্থন করছে? ইসলামী শিক্ষায় ধর্মীয় উগ্রতা বিরাজমান, রাজনীতিবিদরা, যুক্তরাজ্যের অধিবাসী হোক বা যে স্থানেরই হোক ; এমন কথা বলে অর্থাৎ শান্তিপ্রিয় মুসলমানদের নিজেদের বিরোধী সারিতে দাঁড় করাবে এবং এরপর নৈরাজ্য দেখা দিবে। তাই পাশ্চাত্যের রাজনীতিবিদ যাদের ইসলাম সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী হলো, এতে কঠোরতা রয়েছে, এতে ধর্মীয় উগ্রতা রয়েছে তাদের ভাবা উচিত, চিন্তা করা উচিত; চিন্তাভাবনা না করে কোন বিবৃতি দেয়া উচিত নয়। যেসব আহমদীর সাথে তাদের সুসম্পর্ক আছে তাদের উচিত এদেরকে বুঝানো। এখন পৃথিবীর জন্য, পৃথিবীর শান্তির জন্য প্রজ্ঞা এবং বিচক্ষণতার সাথে কথা বলা আবশ্যক। তাই এমন কোন বিবৃতি দিবেন না যারফলে পৃথিবীতে নৈরাজ্য বিস্তার লাভ করতে পারে। খোদা করুন এদের যেন বোধোদয় হয়।

যেমনটি আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় মসজিদ উদ্বোধন এবং সফরের খুবই ইতিবাচক ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে। মসজিদের সুবাদে ব্যাপকভাবে আমরা যে পরিচিতি লাভ করেছি, আল্লাহ্ তা'লা জাপান জামাতকে তৌফিক দিন তারা যেন একে আরো ব্যপকতা দিতে পারে। আহমদীয়া জামাতের কাছে জাপানীদের যে প্রত্যাশা আছে সেই প্রত্যাশা পূরণে তাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত আর মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইচ্ছা এবং বাসনা অনুসারে সেখানে আহমদীয়াতের বাণী খুব দ্রুত বা স্বল্পতম সময়ে প্রচার এবং প্রসারের চেষ্টা করুন।

আমি যেমনটি বলেছি, মৌলভীদের হিংসা ও বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ পাকিস্তানে বিভিন্ন সময়ে ঘটেই থাকে। জামাতের উন্নতি দেখে তারা হিংসার অনলে জ্বলতেই থাকে। আমি এখানে একথাও বলতে চাই, সম্প্রতি একটি অমানবিক এবং পাষবিক আচরণ এসব মৌলভী এবং কট্টরপন্থীদের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের জেহলামেও প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে আহমদী মালিকানাধীন একটি চিপবোর্ড ফ্যাক্টরীতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। আহমদী কর্মচারী এবং মালিকদের ফ্যাক্টরীর ভেতরে জীবন্ত পুড়িয়ে মারাই ছিল এদের হীন এবং ঘৃণ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ করেছেন, তারা তাদের এই দূরভিসন্ধি চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে সফল হয়নি। কিন্তু আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি অবশ্যই হয়েছে। এদের ধারণা হলো, এভাবে তারা আহমদীয়াতকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে, আহমদীদের যে ঈমানী চেতনা ও প্রেরণা রয়েছে তা তাদের কাছ থেকে তারা ছিনিয়ে নিতে পারবে এবং আহমদীয়াত থেকে তাদেরকে দূরে ঠেলে দিতে পারবে। এসব অগ্নিসংযোগকারীর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, যদি এরা তওবা না করে তাহলে তাদের জন্য জাহান্নামের অগ্নি এবং আগুনের আযাব অবধারিত আছে। আহমদীদের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে এই কঠিন অবস্থায়, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন ঈমানের ক্ষেত্রে দুর্বল তারা আরো উন্নতি করে। ১৯৭৪ সনেও এরা আগুন লাগিয়েছে এবং আহমদীদের পরীক্ষায় ফেলার চেষ্টা করেছে কিন্তু এসব অগ্নিসংযোগকারী এবং যারা আহমদীদেরকে পরীক্ষার মুখে ঠেলে দিয়েছে তাদের কোন বাসনা বা ইচ্ছাই চরিতার্থ হয়নি। আমরা দেখেছি, তাদের হৃদয়ে যা ছিল তা তাদের আক্ষেপে পরিণত হয়েছে। আহমদীদের হাতে ভিক্ষার ঝুলি যারা ধরিয়ে দিতে চেয়েছে তাদেরকেই আমরা ভিক্ষা করতে দেখেছি, এহলো জামাতের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার। অতএব এই পরীক্ষা আমাদের ঈমানকে দোদুল্যমান করতে পারে না বরং আমাদের ঈমানকে আরো সুদৃঢ় করে। অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি যদি হয়ে থাকে তা আল্লাহ তা'লা পূরণ করেন, এটি তেমন কোন বিষয় নয়। বহু আহমদী আছে যারা এসব পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে এবং খোদা তা'লা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি তাদের দিয়েছেন। এখানে মালিকদের যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে সে ক্ষতিও ইনশাআল্লাহ্ পুষিয়ে যাবে। এই চিপবোর্ড ফ্যাক্টরীটি ছিল হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের পুত্র হযরত সাহেবযাদা মির্যা মুনীর আহমদ সাহেবের। তাঁর ইন্তেকালের পর তার সন্তানরা হলো এর সত্তাধিকারী। আমি এজন্য আনন্দিত যে, এমন ক্ষয়-ক্ষতির সময় একজন মু'মিনের যেমন প্রতিক্রিয়া বা অভিব্যক্তি হওয়া উচিত তারা তাই প্রকাশ করেছে। তাদের মুখ থেকে কৃতজ্ঞতামূলক কথাই বেরিয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা তাদের আহমদী কর্মচারীদের প্রাণ এবং সম্পদের হিফাযত করেছেন বা রক্ষা করেছেন আর মহিলা এবং শিশুদেরও প্রাণ রক্ষা করেছেন, তাদের সন্মান-সম্ভ্রমের হিফাযত করেছেন। মির্যা নাসীর আহমদ তারেক যিনি মির্যা মুনির আহমদ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং এই কারখানার প্রধান পরিচালক। তিনি কারখানার ভেতরেই থাকেন। অনুরূপভাবে তার পুত্রও এই কারখানাতেই কাজ করেন, তার বাসস্থানও কারখানার ভেতরেই ছিল। তার পুত্র আক্রমণকারীদের আসার একঘন্টা পূর্বে স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য লাহোরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন, তখন তিনি উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু মির্যা নাসীর আহমদ সাহেব এবং তার স্ত্রী ঘরেই ছিলেন। মৌলভীরা বা অগ্নিসংযোগকারীরা ঘেরাও এবং জ্বালাও-পোড়াও আরম্ভ করে, তাদের ঘরে হামলা করে, ঘরের দরজা-জানালা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে এবং চতুষ্পার্শ্বে আগুন লাগিয়ে দেয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা রক্ষাকর্তা। ততক্ষণে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। তারা

আক্রমণকারীদের বাধা না দিলেও কোন না কোনভাবে পিছনের দরজা দিয়ে তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেয় আর তারা চার দেয়াল থেকে বের হয়ে জঙ্গলের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটতে থাকেন। এক জায়গায় পৌঁছার পর তারা বাহন পান আর সেখান থেকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছেন। একইভাবে আরো অনেক আহমদী কর্মচারী ছিলেন। তারাও জঙ্গলে এদিক সেদিক আত্মগোপন করেন। তাদেরকেও কোনভাবে সন্ধান করে খোদ্দামরা পরে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দেন। তাদের গেইটের এক নিরাপত্তা কর্মী ছিলেন, তাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তিনি কারাগারে আছেন তার বিরুদ্ধে বড় কঠিন ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা তার আশু মুক্তির ব্যবস্থা করুন, তার নাম হলো, কমর আহমদ সাহেব। আল্লাহ্ তা'লা বিচারকদের সুবিচার করার তৌফিক দিন।

অনুরূপভাবে মির্যা নাসীর আহমদ সাহেবকেও পুলিশ এক অর্থে গৃহবন্দী করে রেখেছিল অথাৎ, কোথাও যাব না, পুলিশ ডাকলে ফিরে আসবো মর্মে তার কাছ থেকে মুচলেকা নেয়ার পরই পুলিশ পাহারা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এক কথায় আক্রমণকারীদেরকে লাগামহীন ভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, যাদের ওপর আক্রমণ হয়েছে তারা সবাই অপরাধী। মির্যা নাসীর আহমদ সাহেব জেহলামের আমীরও। তারা যেভাবে আক্রমণ করেছে তা থেকে বুঝা যায়, এটি পূর্ব পরিকল্পিত ছিল। আমীর হিসেবে কিছু এমন এক্সপোজার হয়, এমনভাবে সামনে আসতে হয় বা কিছু কাজ এমন করাতে হয় যা তিনি করিয়েছেন। এরা ভেবেছিল আমীরকে যদি আমরা ধৃত করি তাহলে অন্য আহমদীরা হয়ত এমনিতেই পালিয়ে যাবে। যাহোক এই ছিল তাদের পূর্ব পরিকল্পনা। কারখানার ভেতরে কেউ জানতে পারেনি যে, কি হচ্ছিল, সেখান থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে বের হওয়াও তাদের জন্য কঠিন ছিল আর অপরদিকে আক্রমণকারীরা পূর্বেই বুলডোজারের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। শত শত মানুষ একত্রিত করে বরং হাজার হাজার, অগ্নিসংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামও নিয়ে আসে, দীর্ঘক্ষণ তারা সেখানে সমবেত হতে থাকে কিন্তু পুলিশ আসেনি। এরপর পুলিশও আসে বা আইন প্রয়োগকারী অন্যান্য সংস্থাও আসে। তারা অনেক দেরিতে আসে যখন আগুন লেগে গিয়েছিল। যাহোক এটিও তাদের দয়া, তারা অর্থাৎ পুলিশ– মালিকসহ দু'একজনকে বের করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায় এবং হামলাকারীদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করে। মির্যা নাসীর আহমদ সাহেবের পুত্রবধু অর্থাৎ, কমর সাহেবের স্ত্রী যিনি নিজেও কারখানার ভেতরেই থাকতেন, আমাকে পত্র লিখেছেন যে যার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে এবং রসুল অবমাননার,অভিযোগ আনা হয়েছে, আমি যখন তার সাথে সাক্ষাতের জন্য যাই, দেখে আশ্চর্য হই যে, কমর সাহেবের স্ত্রী এমনভাবে মুচকি হেসে সাক্ষাৎ করছেন যেন কিছুই হয়নি। অথচ তার স্বামীর বিরুদ্ধে বড় কঠিন অভিযোগ বা দফা আনা হয়েছে। যাহোক খোদা তা'লা তার ধৈর্য এবং মনোবল বৃদ্ধি করুন আর শত্রুদেরকেও শিক্ষণীয় শাস্তি দিন। মির্যা নাসীর আহমদ সাহেবের স্ত্রী এবং পুত্রবধু এবং সন্তান-সন্ততিরা যে ধৈর্য এবং অবিচলতা প্রদর্শন করেছেন তাও প্রশংসার দাবী রাখে। আমার আশঙ্কা ছিল, এমন সময় তাদের মুখ থেকে অকৃতজ্ঞতামূলক কোন কথা আবার না বেরিয়ে যায়! কিন্তু তার পুত্রবধু এবং পুত্রের পত্র থেকে এবং মির্যা নাসীর আহমদ সাহেবের সাথে আমি নিজেও কথা বলেছি একইভাবে তাদের বিভিন্ন নিকটাত্মীয়ের পত্রাদিও হস্তগত হয়েছে; তাথেকে এটিই স্পষ্ট হয় যে, তারা খোদা তা'লার দরবারে এবং তাঁর সন্নিধানে পূর্ণ সমর্পনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। খোদা তাদেরকে পুরস্কৃত করুন।

এই ধৈর্য এবং সহনশীলতা প্রদর্শন করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে যে রক্ত সম্পর্ক রয়েছে তার লাজ রেখেছেন বরং দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সম্পদ আসা-যাওয়ার জিনিস। যেমনটি আমি বলেছি, যে খোদা পূর্বে দিয়েছিলেন তিনি এখনও দিবেন। আরো বেশি দিতে পারেন বরং দিবেন। এই মিথ্যা মামলা থেকে আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে নির্দোষ খালাস করুন, বিশেষ করে কমর সাহেবকে যিনি নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। তার বিরুদ্ধে কুরআন অবমাননার বড় কঠিন দফায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে অথচ পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে বেশি সম্মানের চেতনা যদি কারো থেকে থাকে তাহলে তা আহমদীদের রয়েছে।

যাহোক একদিক থেকে এটি একটি শুভ লক্ষণও বটে, পাকিস্তানে এই প্রথমবার এরূপ পরিবর্তন দেখা গেছে যে কতক অ-আহমদী, কতিপয় গয়ের আহমদী বন্ধু এই যুলুম এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠিয়েছেন। একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠান হয়। তাতে সেখানকার ডিপি এবং রাজনীতিবিদরা বলেন, তারা ন্যায়বিচার করবেন এবং অপরাধীকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালকও এই যুলুম এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলেছেন। একইভাবে কারখানায় অগ্নিসংযোগের পর আমাদের দু'টি ছোট জামাত, কালাগোজরা এবং মাহমুদায়েও হামলা করে। একটি মসজিদ সীল করে দেয়া হয়। প্রথমে মৌলভীরা মসজিদে হামলা করে এরপর মসজিদের জায়নামায এবং বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করে। এরপর তা ধুয়েমুছে সেখানে গিয়ে নামায পড়ে। যাহোক পরে পুলিশ বা এলিট ফোর্স তাদেরকে সেখান থেকে বের করে মসজিদে তালা লাগিয়ে দেয়। আপাতত তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। যাহোক এই দু'টো জামাত হুমকির মুখে রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা সেই অঞ্চলের আহমদীদের নিরাপদে রাখুন। খোদা করুন, পাকিস্তানে যেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেসব শ্রমিক যারা সেখানে কাজ করতো অর্থাৎ কারখানায় যারা কাজ করতো তিনি তাদের উত্তম জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করুন, যাদের আয় উপার্জনের পথ এখন বন্ধ হয়ে গেছে।

**কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।**